049 জীবন যুদ্ধে বাংলাদেশের গ্রামীণ মহিলা শ্রমিক - পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রদর্শনী খামারের মৌসুমী মহিলা শ্রমিকদের উপর একটি সমীক্ষা

(প্রকাশকাল ঃ ১৯৮৮)

ক) গবেষকের পরিচিতি

১। জিশান আরা আরাফুন্নেছা
উপ-পরিচালক
এম.এস.এস. (পলিটিক্যাল সায়েন্স), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

খ) সমীক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্প্রতিককালে মহিলাদেরকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। প্রধানতঃ রাস্তায় মাটি কাটা, ইট ভাংগা, ছাদ পেটানো ইত্যাদি কাজে এরা ব্যাপৃত আছে। কিছুদিন আগেও এই শ্রেণীর মহিলাদের প্রায় একমাত্র পেশা ছিল অন্যের বাসায় ঝি-গিরি করা। কিন্তু বর্তমানে প্রসব মহিলাদের মধ্যে পেশার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ জাতীয় কয়েকজন মহিলার কৃষি শ্রমিক হিসেবে কাজ করার কারণ ও তাদের ব্যক্তিগত জীবন কাহিনী (Case Study) জানাই এ সমীক্ষার উদ্দেশ্য।

শ্রমিক হিসেবে ঐসব মহিলার জীবনধারা, সহায় সম্পত্তি, পারিবারিক, বৈবাহিক অবস্থা ও সমস্যাদিই হল সমীক্ষাটির বিষয়বস্তু।

গ) ভূমিকা

বাংলাদেশের দু'দশক আগেও "গ্রামীণ মহিলা" বলতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, জীবন সম্পর্কে সহজ সরল, সাদামাটা জ্ঞান নিয়ে স্বামী-শ্বশুরের আশ্রয়তলে আশ্রিতা একাধিক সন্তানের জননী মহিলাদের বুঝাত। সে সময় শত দারিদ্রেও তারা কুসংস্কারমুক্ত হয়ে ঘর থেকে বের হতেন না। স্বামীর সংসারে অনেক প্রতিকুলতার মাঝেও সন্তানের জননী হিসেবে, স্বামীর স্ত্রী হিসেবে, শ্বশুরের ছেলের বৌ পরিচয়ে ঘরের ছায়াতলেই থাকতেন। বিলাস ব্যসন তাদের জীবনে ছিলনা, উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও কর্মের স্বীকৃতি মিলত না। তবু তারা তুষ্ট ছিলেন। তাদের আশ্রয় ছিল। সমাজে পরিচিতি ছিল। আজও অবশ্য গ্রামাঞ্চলে এমন তথাকথিত সুখী নারীর সন্ধান মেলে, তবে এর পাশাপাশি আরো একদল গড়ে উঠেছে যাদের তেমন কোন পরিচয় নেই বললেই চলে। অনেক অত্যাচারের বিনিময়ে তাদের চাওয়া শুধু একটুখানি আশ্রয়। তাও তাদের মেলেনা। জীবন সংগ্রামে নিয়োজিত এরূপ কয়েকজন গ্রামীণ মহিলার জীবন কথাই এ লেখার উপজীব্য।

তাদের কাছে জীবন মানে অনাহারে অর্ধাহারে কাটানো অনেকগুলো বছর। দুঃখের জীবন তাদের গতানুগতিক গড্ডালিকা প্রবাহে প্রবহমান, না আছে বৈচিত্র্য, না আছে নতুনত্ব। এরা মহিলা শ্রমিক - পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রদর্শনী খামারে এরা ফসলের মৌসুমে কাজ করে। পুরুষ দিন মজুরদের সাথে এরাও ধান ও গমের মৌসুমে একাডেমীতে কাজ করে অন্ন–বস্ত্রের সংস্থান করছে। '৮৬-র ধান আর '৮৭-র গমের মৌসুমে কাজ করে ঐ শ্রমিকেরা কি করেছে আর '৮৭-র ধানের মৌসুমে কাজ করে কি করবে ভাবছে তার আলোচনার মাধ্যমে দেখা যায়, টিকে থাকার মত খাওয়া পরা আর বাসস্থানের চিন্তা ছাড়া উন্নত কোন ভাবনা তাদের নেই।

তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশগুলোর মধ্যে দারিদ্রের মানদন্ডে বাংলাদেশের স্থান সবার নীচে। এদেশে মোটামুটি তিন-চতুর্থাংশ লোক বাস করে দারিদ্রের নিম্নসীমার নীচে। যাদের পক্ষে জীবনের মৌলিক চাহিদাসমূহ যথা অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করাও সম্ভব নয়। চিকিৎসা ও শিক্ষার সংস্থান তাদের কাছে অবান্তর। এ হিসেব সবার জন্যে। এরও নিম্ন সীমা আছে। তারা দরিদ্রের দরিদ্রতম (Poorest of the Poor) এমনই কয়েকজন মহিলা শ্রমিক হচ্ছে জাহেদা, জরিনা, হাফিজা প্রমুখ-যারা কাজ করে একাডেমীর খামারে। এদের কাছে নারী সমাজ, নারী স্বাধীনতা নারী মুক্তি এসব কথা অর্থহীন। তারা শুধুজানে কিভাবে জীবনের চাহিদা কমানো যায়। কত কম জিনিসে জীবন চালানো যায়। এরা শহরের রেলস্টেশন বা বস্তিতে পড়ে থাকা ভাসমান জনতার অংশ নয়। আবার গ্রামে মাথায় ঘোমটা দেয়া স্বামীর ঘরের বৌ-ও নয়। এদের অবস্থান নারী সমাজ কাঠামোর এমন একটি স্তরে যাদের কথা এদেশেরই নারীজাতির উপরিমহল কল্পনা করতে পারবেনা, মধ্যস্তরের মহিলারা তাদেও করুনা করবে আর রক্ষণশীলারা ভাববেন অপাংক্তেয় এরা পুরুষের সাথে শ্রমিকের কাজ করেছে। দেশের অর্থনৈতিক গতি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ব্যক্তিগত অবস্থার উন্নতি, শিক্ষা, মূল্যবোধ, ধর্মাধর্ম আর সঞ্চয় মূলধন এসবের কিছুই তারা বোঝে না। এমনি করেই চলছে এদের জীবন। এদের জীবনের কাছাকাছি গেলেই অনুভব করা যায় কত অল্প চাহিদা নিয়ে, কত সামান্য সামগ্রী দিয়ে মানুষ জীবন চালাতে পারে। এরা বাংলাদেশের দরিদ্র শ্রেণীর ঐ কাতারের সদস্যা যারা জীবনের স্বাদ অনুভব করে শুধু অভাব আর দারিদ্র দিয়ে এরা বার বার "মরনরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান" বলে মরনকেই জড়াতে চায়, অথচ খামারের শ্রমিক লিলির ভাষায় বলতে হয় "হামাগো মরনও নাই।" আর এই মরন নেই বলেই তারা কাজ করে, আরো কাজ চায় এই কাজেই তারা নিবেদিত প্রাণ।

ঘ) উপসংহার

একাডেমী প্রদর্শনী খামারের মহিলা শ্রমিকদের ব্যক্তিগত বিষয় সমীাটিতে দেখা যায় তারা প্রত্যেকেই কাজ চায়। তাদের সবার বক্তব্যের একটাই মূলসুর, সবারই এক অভিন্ন চাওয়া, খামারে দীর্ঘতর কাজের মৌসুম। মজুরী তাদের বেশী নয়, কিন্তু তা নিয়ে হতাশা কিছুটা থাকলেও কর্মবিমুখতা নেই। তারা জানে, ঐ মজুরীতে তারা কাজ না করলেও অন্য কেউ হয়ত তা করবে। তাই পারিশ্রমিকের ব্যাপারে তারা দর কষাকষি করতে ভয় পায়। খামারের সারা বছরের কাজে নিয়োজিত শ্রমিক বেদানা বেগমের মত কাজ গেলে তারাও বেদানার মতই নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করতে পারবে, এ বিশ্বাসে তারা প্রত্যেকেই দৃঢ় প্রত্যয়ী।

একাডেমী খামারের কাজে ব্যাপকতা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। আগের বর্গাদারদের (Share-Croppers) স্থলে এখন খামারের চাষাবাদের সকল কাজই খামার ব্যবস্থাপনার অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। প্রথম দিকে মাত্র ৩২ একর জমিতে ধান চাষ করা হতো, বর্তমানে তার পরিমান ৫৮ একরের মত। ১৯৮৩ সালে গম শুরুর বছরে মাত্র তিন একর জমিতে গম উৎপাদন করা হয়েছিল, চলতি বছর গম চাষের আওতাধীন জমির পরিমান ৩০ একর। নার্সারীর কাজও দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। সমীক্ষাধীন সময়ের পরে ঐ মহিলা শ্রমিকেরা খামারে আলু চাষের সময়ও কাজ পেয়েছে। এবরই প্রথম তারা ৮৮'র জানুয়ারী মাসে জমিতে আলু লাগানোর কাজে পনেরো-ষোল দিন আর আলু তোলার কাজে মার্চ মাসে আট-দশ দিন কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। বর্তমান বছর তিন একর জমিতে আলু চাষ করা হয়েছে। পরবর্তীতে এর পরিমান দশ একরে উন্নীত করা হবে বলে খামার কর্তৃপক্ষের বক্তব্য। সুতরাং তখন মহিলা শ্রমিকদের কাজের দিনও বেড়ে যাবে। তাদের পারিশ্রমিকের হারও পূর্বের তুলনায় বেড়েছে, এ গতিও অব্যাহতই থাকবে, অবশ্য তখন দ্রব্যমূল্য যে অব্যাহতভাবে বাড়বে না এমন নয়। তবু পরিশ্রমিকের হার বাড়লে তাতে জিনিসের দামের সাথেও কিছুটা সামঞ্জস্য বিধান হবে। সর্বাপোরি আশাব্যঞ্জক কথা, একাডেমী খামারে ক্রমাগত ফসল উন্নয়ন কর্মসূচী (Continuous Crop Development Programme. CCDP)

বাস্তবায়নের পরিকল্পনা চলছে। এ কর্মসূচী প্রবর্তনের সাথে খামারের কাজের পরিধি যেমন ব্যাপকতর হবে, তেমনি অধিক শ্রমিক নিয়োগের সুযোগও সৃষ্টি হবে। আশা করা যায়, সমীক্ষাধীন শ্রমিকেরাও যারা বর্তমানে বছরের এক চতুর্থাংশেরও কম সময় কাজ করেছে তারা বছরে অধিকাংশ সময়ই কাজে নিয়োজিত থাকতে পারবে। তখন তাদের জীবনধারাতেও আকশ্যিকভাবে কিছু পরিবর্তন যে আসবেই, এটা নিশ্চিত। এ ক'টি নিরন্ন, দুঃস্থ পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদেরকে কাজের সুযোগ দিলে একাডেমীর বাড়তি কোন ব্যয় নেই, কিন্তু ভাগ্যাহত মানুষগুলোর স্বচ্ছন্দে জীবনে বাঁচার মত ব্যবস্থা একাডেমী করতে পারে। আর পল্লী উন্নয়ন একাডেমী পরোক্ষভাবে হলেও এভাবে বাস্তব এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে যাতে এদের উন্নতি সাধনের প্রত্যক্ষ সুযোগ ঘটে। পল্লীর এই নিম্নস্তরের মানুষগুলোর কিছু আয়ের সংস্থান করে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী পল্লীর উন্নয়নে তার আকাঙ্খিত ভুমিকার অন্ততঃ ক্ষুদ্র একটি ভগ্নাংশ হলেও, হয়ত একদিন তা সাধন করতে পারবে।